শিক্ষা আইন, ২০২৬ (খসড়া)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

বিল নং------/২০২৬

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ
২। সংজ্ঞার্থ
৩। আইনের প্রাধান্য
৪। আইনের পরিধি ও প্রশাসন

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

৫। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তর
৬। শিশুর শিক্ষার অধিকার
৭। নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ

তৃতীয় অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা

৮। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ও ধারাসমূহ
৯। অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতির কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের যথাযথ স্বীকৃতি

চতুর্থ অধ্যায়
কওমি মাদ্রাসা

১০। কওমি মাদ্রাসা সংক্রান্ত

পঞ্চম অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক হইতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

১১। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা
১২। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি
১৩। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি
১৪। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি সংস্কৃতি
১৫| নোট বই বা গাইড বই
১৬। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিবন্ধন, বিলুপ্তকরণ, একীভূতকরণ ইত্যাদি
১৭। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
১৮। শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ
১৯। শিক্ষক প্রশিক্ষণ
২০। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, সরকারিকরণ, বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদান ও পরিচালনা
২১| বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও পুনঃপ্রদান বা চালুকরণ (এমপিও নীতিমালা)
২২। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান
২৩। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পরিচালনা কমিটি গঠন
২৪। কমিটির এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা
২৫। কোচিং, প্রাইভেট টিউশন ইত্যাদি
২৬। বেতন, টিউশন ফি ইত্যাদি

ষষ্ঠ অধ্যায়
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

২৭। ডিপ্লোমা পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা
২৮। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

সপ্তম অধ্যায়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

২৯। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

অষ্টম অধ্যায়
সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা

৩০। সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা

নবম অধ্যায়
উচ্চশিক্ষা

৩১। উচ্চশিক্ষার স্তর
৩২। সরকার প্রদত্ত অনুদান
৩৩। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
৩৪। শিক্ষক নিয়োগ
৩৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয়
৩৬। শিক্ষক প্রশিক্ষণ
৩৭। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বিনিময় ও আবিষ্কারমূলক/উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ

দশম অধ্যায়
দূরশিক্ষণ ও ই-লার্নিং

৩৮। দূরশিক্ষণ ও ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিক্ষাদান

একাদশ অধ্যায়
বিবিধ

৩৯| সরকারের বিশেষ ক্ষমতা
৪০। শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নিপীড়ন
৪১। শিক্ষক সুরক্ষা
৪২। ক্লাসে উপস্থিতি
৪৩। গ্রন্থাগার ও ডিজিটাল গ্রন্থাগার
৪৪। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা
৪৫। সমতা
৪৬। ক্রীড়া, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা
৪৭। স্কাউট, গার্লগাইড এবং অনুরূপ সংগঠন
৪৮। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা
৪৯। শিক্ষার্থী কর্তৃক নিগ্রহ (bullying/ragging/cyber bullying)
৫০। শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র পরিচিতি নম্বর
৫১। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে সীমাবদ্ধতা
৫২। শিক্ষায় অর্থায়ন
৫৩। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা
৫৪। সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ও শিক্ষা-পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা।
৫৫। তদন্ত, বিচার ইত্যাদি
৫৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৫৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ অবারিত, বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জীবনব্যাপী ও সর্বজনীন করা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিয়া আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের বিধানসমূহ অধিকতর সংহত ও কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পরিপূরক বা সম্পূরক বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জীবনব্যাপী এবং যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; যেহেতু, শিক্ষা সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের বিধানসমূহকে অধিকতর সমন্বিত ও কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পরিপূরক বা সম্পূরক বিধান প্রয়োজন;

সেইহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ_(১) এই আইন শিক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) উপধারা (৩)-এ বর্ণিত ধারাসমূহ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য ধারা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ১৫ ও ২৫ ধারার বিধানসমূহ কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ_বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) 'অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শিক্ষা' অর্থ লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দারিদ্র্যপীড়িত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কিংবা ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক কিংবা অন্য কোনো কারণে শিশুসহ সুবিধাবঞ্চিত সকল নাগরিকের জন্য অনুকূল পরিবেশে সমমানের শিক্ষা;

(২) 'ইংরেজি ভার্সন' বলিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদ ও ইংরেজিতে পাঠদান বুঝাইবে;

(৩) 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' অর্থ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরে ঝরিয়া পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত ও শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা বুঝাইবে, যাহা জীবনব্যাপী বিস্তৃত;

(৪) 'উচ্চশিক্ষা' অর্থ স্নাতক বা সমমান বা তদূর্ধ্ব স্তর বা মানের শিক্ষা;

(৫) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি;

(৬) "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ" (Technical And Vocational Education and Training-TVET) অর্থ এইরূপ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নকে বুঝায় যাহা প্রযুক্তি, প্রায়োগিক বিষয় ও জীবিকার সহিত সম্পর্কিত এবং যাহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে প্রায়োগিক জ্ঞান, দক্ষতা ও বোধগম্যতা অর্জন করা যায় এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটে;

(৭) 'কোচিং' অর্থ সরকারি অথবা স্বীকৃত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রমের বাহিরে কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষক কর্তৃক এক বা একাধিক শিক্ষার্থীকে অর্থের বিনিময়ে বা স্বেচ্ছায় কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যে-কোনো মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম;

(৮) 'জাতীয় দক্ষতামান' অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১-এর আওতায় প্রণীত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Technical Vocational Education Qualification Framework)-এর স্তরসমূহকে বুঝাইবে।

(৯) 'জীবনব্যাপী শিক্ষা' অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তির সমগ্র জীবনে নানা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ যাহা চিত্তের উৎকর্ষ সাধন, নতুন দক্ষতা ও পুনঃদক্ষতা অর্জিত দক্ষতার ক্রমবিকাশ কিংবা জীবনের অব্যাহত উন্নয়নের সহায়ক হয়;

(১০) 'নিগ্রহ (bullying/ragging/cyber bullying)' অর্থ শিক্ষাঙ্গনে বা শিক্ষাঙ্গনের বাহিরে কোন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা কর্মচারী কর্তৃক অপর কোন শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মৌখিক, শারীরিক, মানসিক বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত এমন কোন কার্যকলাপ বোঝাবে, যা হয়রানি, অপমান, ভীতি, মানসিক নির্যাতন বা শারীরিক ক্ষতি সৃষ্টি করে বা করার সম্ভবনা ধারণ করে।

(১১) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি বা নির্বাহী আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(১২) 'নোট বই বা গাইড বই (যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন)' অর্থ সরকার কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষা সহায়ক পুস্তক ব্যতীত বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং উহার আলোকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি ও উত্তরসহ প্রণীত বা সংকলিত বা সম্পাদিত বা প্রকাশিত যে কোন পুস্তক বুঝাইবে;

(১৩) 'প্রাইভেট টিউশন' অর্থ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে যে-কোনো স্থানে বা যে-কোনো মাধ্যমে পাঠদান করা;

(১৪) 'বয়স্ক শিক্ষা' অর্থ ১৫ (পনেরো) বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সের নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(১৫) 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' অর্থ এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাহা সরকার কর্তৃক স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি এবং পাঠদানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।

(১৬) 'বিদেশি শিক্ষাক্রমে (curriculum) পরিচালিত স্কুল' অর্থ যে প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদেশি শিক্ষাক্রম অনুসরণপূর্বক ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশি ভাষায় পাঠদান এবং তাহাদের স্বীকৃত বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়;

(১৭) 'বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা' অর্থ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সকল শিশুর শিক্ষার্জন প্রক্রিয়াকে সহজতর করিবার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা;

(১৮) 'বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' অর্থ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিংবা রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ শ্রেণির জনবল তৈরির প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান;

(১৯) 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' বা 'পরিচালনা কমিটি' অর্থ বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত কমিটি;

(২০) মাদ্রাসা শিক্ষা অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে পরিচালিত এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল কামিল ও উচ্চতর ডিগ্রির আলিয়া নেছাবের শিক্ষা কার্যক্রম এবং কওমি নেছাবের মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমকে বুঝাইবে;

(২১) 'মানসিক নির্যাতন' অর্থ যেসকল আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় শিক্ষার্থীর মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তাহার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়, সে অসম্মান বা অপমান বোধ করে এবং শিক্ষায় তাহার স্বতঃস্ফূর্ততা বিনষ্ট হয়;

(২২) 'শারীরিক শাস্তি' অর্থ কোনো শিক্ষার্থীকে যে-কোনো ধরনের দৈহিক আঘাত বা নির্যাতন করা এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা এমন কোনো কাজ করানো যাহা আইন বা কোনো সরকারি আদেশ দ্বারা নিষিদ্ধ;

(২৩) 'শিক্ষা' অর্থ আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন বা পাঠদানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তাহার বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ উপাদান যেমন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাইয়া প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনমান উন্নত করিতে পারে;

(২৪) 'শিক্ষক' অর্থ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিপ্লোমাসহ উচ্চশিক্ষার সকল স্তরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি;

(২৫) 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' অর্থ সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা স্থাপনের বা পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

(২৬) 'সরকার' অর্থ আইনে বিধৃত বিষয়বস্তুর বিবেচনায় Rules of Business এবং Allocation of Business অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ;

(২৭) 'সহায়ক পুস্তক' অর্থ সরকার অথবা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত যে-পুস্তকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, যাহার আলোকে শিক্ষার্থীরা মূল পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা আরও সহজভাবে বুঝিতে সক্ষমতা অর্জন করে।
(২৮) 'সাধারণ শিক্ষা' অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পরিচালিত সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা এবং, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত, মাদ্রাসা শিক্ষাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা;
(২৯) 'সাক্ষরতা' অর্থ পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারা, যোগাযোগ স্থাপন এবং গণনা করিতে পারা।

৩। আইনের প্রাধান্য_(১) এই আইনে অত:পর ভিন্নতর বিধান করা না হইলে, এই আইন, একই বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্য সকল আইনের উর্দ্ধে প্রাধান্য পাইবে।
(২) আপাতত বলবৎ অন্য আইন বা বিধিসমূহের যেসব বিধান এই আইনের সহিত সাংঘর্ষিক নয় সেইসব আইন বা বিধি এই আইনের সম্পূরক বলিয়া গণ্য হইবে।
(৩) আপাতত বলবৎ আইন বা বিধিসমূহের কোন বিধান এই আইনের সহিত সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ উক্ত সাংঘর্ষিক অবস্থান নিরসনকল্পে উহার প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রে উক্ত সাংঘর্ষিক আইন বা বিধিসমূহ এই আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথোপযুক্তরূপে সংশোধন করিতে পারিবে।

৪। আইনের পরিধি ও প্রশাসন_(১) এই আইনের পরিধি সাধারণ ধারার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তর ছাড়াও, শিক্ষার অন্য সকল ধারা ও স্তরেও, ক্ষেত্রমতো প্রযোজ্য হইবে।
(২) এই আইনের অধীন কোনো বিষয়ে এখতিয়ার প্রয়োগের কর্তৃত্ব আইনের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার স্তর, ধারা বা, ক্ষেত্রমতো প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের অধীন ন্যস্ত থাকিবে।
(৩) সরকার বিধি বা নির্বাহী আদেশ দ্বারা কোনো বিশেষায়িত শ্রেণির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই আইনের সকল বিধান বা বিশেষ বিশেষ বিধানের আওতাবহির্ভূত ঘোষণা করিতে পারিবে|

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

৫। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তর_ ১) প্রাথমিক শিক্ষা ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থাকিতে হইবে। তবে, সরকার, সময় সময়, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণী/স্তর নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে;
(২) সরকার কর্তৃক উপধারা (১)-এর অধীন, সময় সময়, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তর নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করা হইলে উহা সার্বিকভাবে অনুসরণীয় হইবে;
(৩) অন্য কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানে প্রাথমিক শিক্ষার ভিন্নতর বিধান থাকিলে, অনুরূপ ভিন্নতা দূরীকরণে উক্ত আইন, বিধি বা প্রবিধানে এই আইনের অভিন্ন বা সংগতিপূর্ণ বিধান সংযোজন বা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে; এবং অনুরূপভাবে সংযোজিত বা প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত আইন, বিধি বা প্রবিধান এই আইনের অধীন বা দ্বারা তৎমর্মে সংশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে;

৬। শিশুর শিক্ষার অধিকার_(১) সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে এবং উক্ত শিক্ষা শিশুর অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে।
(২) সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে যথাসম্ভব স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করিবে।
(৩) সরকার সকল ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) সকল শিশুর জন্য বৈষম্যহীন শিক্ষাক্রম প্রণীত হইবে যাহাতে লিঙ্গ, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অথবা অন্য কোনো কারণে শিশুর প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য না করা হয়।
(৫) অনগ্রসর এলাকা বা অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৭। নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ_নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা

৮। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ও ধারাসমূহ_(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সময় সময়, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইবে নিম্নরূপ, যথা:
(ক) ষষ্ঠ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর; এবং
(খ) একাদশ শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।
(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:
(ক) সাধারণ শিক্ষা;
(খ) মাদ্রাসা শিক্ষা; এবং
(গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

৯। অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতির কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের যথাযথ স্বীকৃতি_আনুষ্ঠানিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতির কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের যথাযথ স্বীকৃতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
কওমি মাদ্রাসা

১০। কওমি মাদ্রাসা সংক্রান্ত_সরকার কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক হইতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

১১। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা_এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত আইন, বিধি বা নীতিমালা দ্বারা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক **ও মাধ্যমিক** শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

১২। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি_(১) সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবে;
(২) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ধারায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় শিক্ষাক্রম বাধ্যতামূলক হইবে;
(৩) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের শিখন-চাহিদা অনুসারে মাতৃভাষা শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক সংযুক্ত করা যাইবে।
(৪) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি থাকিবে।
(৫) বিদেশি শিক্ষাক্রমের (curriculum) আওতায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে সরকার পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

(৬) উপধারা (৫)-এর বিধানের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় করা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(৭) শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম নীতিকাঠামো (National Curriculum Policy Framework)-এর আওতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

১৩। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি_ সরকার বিধি বা, বিধির অবর্তমানে, নির্বাহী আদেশ দ্বারা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্যের মধ্যে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য কোটা সংরক্ষণের বিধান রাখা যাইবে।

১৪। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণঅভ্যুত্থান দেশীয় সংস্কৃতি_(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে স্ব স্ব ধর্ম, নৈতিক স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি; প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, দেশীয় সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির স্ব স্ব সংস্কৃতির বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনা, বাঙ্গালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্ব স্ব সংস্কৃতির পরিপন্থি এবং কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

১৫। কোচিং সেন্টার, সহায়ক পুস্তক ও প্রাইভেট টিউশন_সরকার কোচিং সেন্টার, সহায়ক পুস্তক (নোট বই) বা গাইড বই (যে নামেই অভিহিত হোক) প্রকাশ ও প্রাইভেট টিউশন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিবে এবং ধারাবাহিকভাবে নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে এই আইন প্রবর্তনের তিন/পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোচিং সেন্টার, স্থাপন, সহায়ক পুস্তক প্রকাশ ও প্রাইভেট টিউশন এর কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধের কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১৬। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিবন্ধন, বিলুপ্তকরণ, একীভূতকরণ, ইত্যাদি_(১) সরকার ক্ষেত্রমতো জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান, ভৌগোলিক গুরুত্ব, অনগ্রসরতা, দূরত্ব, প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নদী ভাঙন ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া প্রাথমিক হইতে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পুনঃস্থাপন করিবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

(৩) কোনো এলাকা বা অঞ্চলে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া সরকারের নিকট প্রতীয়মান হইলে সরকার উহা পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত বা অন্যত্র স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হইবে; এবং বিদেশি শিক্ষাক্রমে পরিচালিত স্কুল, কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা অথবা বিদেশি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে শাখা স্থাপন বা পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

(৫) প্রবাসী বাংলাদেশিগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী উক্ত দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবেন; এবং এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থা বা ট্রাস্ট সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৭) উপধারা (৬)-এর অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবার ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করিতে হইবে এবং উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তহবিল কোনো অবস্থাতেই সংস্থা, ট্রাস্ট বা অন্যত্র স্থানান্তর করা যাইবে না।

(৮) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে অবিলম্বে সরকার বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) কর্তৃক পরিচালতি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল স্রোত-ধারায় অন্তর্ভূক্তকরণ মূল্যায়ন ও সনদপ্রদানের নিমিত্ত বিধান সন্নিবেশ করিবে।

১৭। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন_(১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পাবলিক পরীক্ষার বিষয়, সংখ্যা এবং নম্বর সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) পরীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হইবে।

(৪) জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে সামষ্টিক ও ধারাবাহিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

(৫) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করা বা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করার যে-কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান আইন-অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হইবে।

১৮। শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ_(১) সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে;

(২) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও জনবল নিয়োগে সরকারের প্রচলিত নিয়োগ বিধি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস প্রযোজ্য হইবে।

(৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের পদে (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন, তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং পদভিত্তিক সকল শিক্ষক নিয়োগ এর পদ্ধতি ও যোগ্যতা আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে"।

(৫) আচরণ বিধির পরিপন্থি কোনো কর্মকান্ডে জড়িত থাকিবার বিষয় প্রমাণিত হইলে শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষে, যেকোনো শিক্ষকের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ উহার নিজস্ব বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে।

১৯। জাতীয় শিক্ষা একাডেমি_ (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার একটি জাতীয় শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) জাতীয় শিক্ষা একাডেমির উদ্দেশ্য হইবে_

(ক) শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন;

(খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;

(গ) শিক্ষা গবেষণা, উদ্ভাবন ও নীতিগত সহায়তা প্রদান; ও

(ঘ) পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

(৩) সরকার বিধি দ্বারা জাতীয় শিক্ষা একাডেমির গঠণ, কার্যাবলী, ক্ষমতা ও পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

২০। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারিকরণ ও জনবল কাঠামো_সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ, জনবল কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

২১। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান_ (১) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত যে-কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তা যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) পরিদর্শন ও তদারকি করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনান্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন; এবং প্রতিবেদনে প্রশাসনিক অনিয়ম বা আর্থিক দুর্নীতি উদঘাটিত হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া বা করাইয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২২। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পরিচালনা কমিটি গঠন_(১) সকল ধারার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্তর অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, পরিচালনা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, পরিচালনা কমিটি, এডহক কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক পরিষদের গঠন, মেয়াদ, কার্যপরিধি ও অন্যান্য শর্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৩। কমিটির এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা_(১) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, পরিচালনা কমিটি, বা উহার চেয়ারম্যান বা সভাপতি নির্ধারিত এক্তিয়ার বা কার্যপরিধির বাহিরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রশাসনে বা পাঠদানে হস্তক্ষেপ বা এক্তিয়ার প্রয়োগ করিবেন না।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, পরিচালনা কমিটি, বা উহার চেয়ারম্যান বা সভাপতি নির্ধারিত এক্তিয়ার বা কার্যপরিধির বাহিরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রশাসনে বা পাঠদানে হস্তক্ষেপ বা এক্তিয়ার প্রয়োগ করিবার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

প্রশাসনে কোনো অনিয়ম বা পাঠদান বাধাগ্রস্ত হইলে কমিটি সার্বিকভাবে, বা, ক্ষেত্রমতো, উহার চেয়ারম্যান বা সভাপতি দায়ী হইবেন; এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত কমিটি বাতিল বা, ক্ষেত্রমতো, উহার চেয়ারম্যানকে বা সভাপতিকে অপসারণ করিতে পারিবে।

২৪। টিউশন ফি, বেতন ইত্যাদি_সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি ভার্সনসহ বিদেশি শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন, টিউশন ও অন্যান্য ফি আদায়ের বিষয়সমূহ সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

২৫। ডিপ্লোমা পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা_ (১) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে;

(২) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) এর সকল পর্যায়ে নিম্নোক্ত স্তরসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে:

(ক) ডিপ্লোমা-কোর্স: ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসহ অন্যান্য ডিপ্লোমা কোর্স। এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হইতে পরিবে। এইচএসসি (বিজ্ঞান/ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এর নিয়ম অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের নির্ধারিত পর্বে ওয়েভারসহ ভর্তি হইতে পারিবে। ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট ওয়েভারের মাধ্যমে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকিবে;

(খ) এইচএসসি (ভোকেশনাল): উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ০২ বছর মেয়াদী এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স;

(গ) এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি): উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ০২ বছর মেয়াদী এইচএসসি (বিএমটি) কোর্স;

(ঘ) এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল): মাধ্যমিক পর্যায়ের ০২ বছর মেয়াদী এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্স;

(ঙ) জেএসসি (ভোকেশনাল): ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীতে জেএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স;

(চ) শর্ট কোর্স: বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এর নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন অকুপেশনে শর্ট কোর্স প্রশিক্ষণ;

(ছ) জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Technical and Vocational Qualification Framework-NTVQF) (Bangladesh National Qualification Framework-BNQF): এই কাঠামোর আওতায় ১-৬ লেভেলে ডুয়েল দক্ষতার সনদ প্রদান করা হইবে;

(জ) পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning-RPL): পূর্বে অর্জিত দক্ষতাকে স্বীকৃতির জন্য RPL এর মাধ্যমে NTVQF/ BNQF এর বিভিন্ন লেভেলে মূল্যায়ণ ও সনদায়ন করা হইবে;

(ঝ) ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন: ১ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন কোর্স;

(ঞ) বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন: ২ বছর মেয়াদী বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন কোর্স;

(ট) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীন চলমান অন্যান্য কোর্স।

২৬। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ_ (১) কারিগরি শিক্ষার সকল ধারা ও স্তরে জাতীয় দক্ষতামান অর্ন্তভূক্ত করিতে হইবে।

(২) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ক্রমাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;

(৩) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংযোগ (শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(৪) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ সংস্থা (Registered Training Organization-RTO) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীকে NTVQF এর বিভিন্ন লেভেলে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ সনদায়ন করিতে হইবে;

(৬) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে TVET গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে চাকরি মেলা (Job Fair) আয়োজন করিতে হইবে;

(৭) কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;

(৮) কারিগরি শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;

(৯) দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিমার্জন করিতে হইবে;

(১০) বিভিন্ন ভাষাগত দক্ষতাকে দক্ষতার (Skill) পর্যায়ভূক্ত করিয়া কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে;

(১১) কারিগরি শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology) অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে;

(১২) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (ISC) এর অংশগ্রহণে কারিকুলাম/কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করিতে হইবে;

(১৩) কারিগরি শিক্ষায় আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের আওতা সম্প্রসারিত করিতে হইবে;

(১৪) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিয়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে এক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

২৭। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা_(১) বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান দ্বারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) সরকার, আবশ্যক মনে করিলে, সময় সময়, বিদ্যমান আইনের অধীন বিধি প্রণয়ন করিয়া বা সরকারি গেজেটে পরিপত্র জারি করিয়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
ভাষা শিক্ষা

২৮। ভাষা শিক্ষা_মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়া অন্যান্য ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম বিদ্যমান আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

নবম অধ্যায়
উচ্চশিক্ষা

২৯। উচ্চশিক্ষার স্তর_(১) উচ্চশিক্ষার স্তর স্নাতক বা সমমান বা তদূর্ধ্ব স্তর বা মানের শিক্ষা।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(৩) যে সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা চালু আছে সেক্ষেত্রে সরকারি বিধি বিধানের আলোকেই পরিচালিত হইবে।

৩০। সরকার প্রদত্ত অনুদান_(১) সরকার কর্তৃক কোনো সরকারি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদারকি ও নজরদারি করিবে এবং আর্থিক অনুদানের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে জবাবদিহি করিতে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) কোনো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের সঠিক ব্যবহার না হইলে কিংবা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বা অর্থ আত্মসাৎ হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সরকারকে অবহিত করিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক কোনো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত অনুদানের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কোনো উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ বা তছরুপ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উহা সরকারের এক্তিয়ারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৩১। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন_স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে হইবে।

৩২। শিক্ষক নিয়োগ_(১) সকল সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) সকল পাবলিক, বেসরকারি বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্ব স্ব আইন, বিধি বা সংবিধি দ্বারা যোগ্যতা নির্ধারণ করিবে, তবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক নিয়োগের অভিন্ন ন্যূনতম যোগ্যতার নির্দেশিকা অবশ্যই অনুসরণ করিবে।

(৩) প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক-কাঠামো ও সরঞ্জাম (TOE) তালিকা থাকিবে এবং উক্ত তালিকা অনুসরণ করিয়া প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জনবল নিয়োগ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিবে।

(৪) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকান্ড গতিশীল করিবার নিমিত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য গবেষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংযোজিত শিক্ষক (adjunct faculty) হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ থাকিবে।

(৫) নতুন ও বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বিশেষায়িত বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিধি অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, ডিস্টিংগুইজড প্রফেসর (Distinguished Professor) এবং ডিস্টিংগুইজড এক্সপার্ট (Distinguished Expert) নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কোনো ব্যক্তি জাল সনদ ব্যবহার করিয়া বা জাল নিয়োগ রেকর্ড সৃজন করিয়া কোনো সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ বা প্রদান করিলে উহা ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের দন্ডবিধির (the Penal Code, 1860) অধীন দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদতিরিক্ত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইবে।

(৭) উপধারা (৫)-এর অধীন ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হইবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করিবেন বা করাইবেন।

৩৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রোগ্রামের মান নির্ণয়_স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণয় ও উন্নয়নে পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কাজ করিবে এবং উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত প্রোগ্রামসমূহের মান নির্ণয় ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে।

৩৪। শিক্ষক প্রশিক্ষণ_(১) শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকল্পে উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন।

(২) সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হইবে।

৩৫। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বিনিময় ও আবিষ্কারমূলক/ উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ_(১) উচ্চতর জ্ঞানের বিকাশ এবং মৌলিক জ্ঞান চর্চার জন্য দেশি ও বিদেশি উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

(২) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষায় গবেষণামূলক কার্যক্রম বা আবিষ্কারমূলক/উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম, নূতন জ্ঞান সৃষ্টি, নূতন জ্ঞান অনুসন্ধান ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবে এবং এই সকল কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) জাতীয় পর্যায়ে গবেষণার ধরন নির্ধারণ, উদ্ভাবনী গবেষণার বিকাশ ও ব্যাপ্তি এবং উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার (Central Research Laboratory) এবং জাতীয় গবেষণা পরিষদ (National Research council) স্থাপন করা হইবে।

(৪) সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের শিক্ষকগণের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যধ্যতামূলক হইবে।

(৫) উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম আন্তর্জাতিক মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমমানের করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
(৬) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার্থীদের জন্য বৈশ্বিক জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করিবে।

দশম অধ্যায়
দূরশিক্ষা ও ই-লার্নিং

৩৬। "দূরশিক্ষা, ই-লার্নিং ও শিক্ষা প্রযুক্তি_(১) সরকার সকল স্তরের শিক্ষায় দূরশিক্ষণ ও ই-লার্নিং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রযুক্তির (Edu-Tech) ব্যবহার নিশ্চিত করিবে। এ উদ্দেশ্য সরকার প্রয়োজনীয় ডিজিটাল অবকাঠামো, অনলাইন শিক্ষামঞ্চ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মাননিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যাহাতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হয়"।
(২) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাদান উক্ত প্রতিষ্ঠানের আইন-অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।
(৩) অনলাইনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী একটি সাধারণ ও উন্মুক্ত অনলাইন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) চালু করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়
বিবিধ

৩৭। সরকারের বিশেষ ক্ষমতা_(১) কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও আইন বিরোধী যে-কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকিলে অথবা সরকারের কোনো বৈধ আদেশ পালনে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে, সরকার উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ, পাঠদানের অনুমতি, অধিভুক্তি, স্থাপনের অনুমতি, পরিচালনা সনদ এবং একাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।
(২) কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রধান কিংবা পরিচালনা কমিটি (যে নামেই ডাকা হউক না কেন)-এর অনিয়ম, দুর্নীতি বা কোনো ব্যর্থতার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারের কাছে প্রতীয়মান হইলে সরকার নূতন প্রতিষ্ঠান-প্রধান কিংবা পরিচালনা কমিটি কিংবা উভয়ই নিয়োগ দিতে পারিবে।
(৩) বিনা অনুমোদনে যেসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে সরকার যে-কোনো সময় উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবে।

৩৮। শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নিপীড়ন_(১) কোনো শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো প্রকার শারীরিক শাস্তি প্রদান বা মানসিক নিপীড়ন করিবেন না।
(২) উপধারা (১)-এর ব্যত্যয়ে কোনো কার্য বা আচরণ করিলে উহা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।
(৩) শিক্ষার্থীর মঙ্গল বিবেচনায় অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পরিচালনার স্বার্থে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে যৌক্তিকভাবে শৃঙ্খলামূলক অনুশাসন প্রদান করা যাইবে এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবককেও এ বিষয়ে অবহিত করিতে পারিবে।

৩৯। শিক্ষক সুরক্ষা_কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীর কল্যাণ বিবেচনা করিয়া উক্ত শিক্ষার্থীকে সরল বিশ্বাসে যৌক্তিকভাবে শৃঙ্খলামূলক অনুশাসন প্রদান করিবার কারণে উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতির জন্য দায়ী হইবেন না।

৪০। ক্লাসে উপস্থিতি_(১) সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিশ্চিত করিবেন।
(২) সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, প্রধান শিক্ষক বা, ক্ষেত্রমতো, অধ্যক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিশ্চিত করিবেন।

৪১। গ্রন্থাগার ও ডিজিটাল গ্রন্থাগার_শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গঠনের লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া গ্রন্থাগার এবং একই সঙ্গে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪২। ধর্মীয়, নৈতিক শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনা_শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলির সঞ্চার এবং তাহাদিগকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনা, সৎসাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনা এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করিবার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৪৩। সমতা_(১) অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সকল ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় ন্যূনতম মান নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) শিক্ষার সকল স্তরে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা সুবিধা প্রদানকে সমতার পরিপন্থি গণ্য করা যাইবে না।

৪৪। ক্রীড়া, সুস্বাস্থ্য, আইনগত ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা_প্রতিষ্ঠান সমূহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য এমন শিক্ষা নিশ্চিত করিবে যাহা মৌলিক আইন, পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও জীবন দক্ষতাসহ অন্যান্য সহপাঠক্রম এমনরূপে সঞ্চারিত করিবে যাহাতে শিক্ষার্থীগণ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে সুষমরূপে বিকশিত হয়।

৪৫। স্কাউট, গার্ল-গাইড এবং অনুরূপ সংগঠন_শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, ক্ষেত্রমতো, কাব, হলদে পাখি, স্কাউট, গার্ল ইন কাব স্কাউট, গার্ল ইন স্কাউট, গার্লস গাইড, রোভার স্কাউট, গার্লস ইন রোভার স্কাউট, রেঞ্জার, Bangladesh National Cadet Corps (BNCC), ব্রতচারী ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই জাতীয় অন্যান্য সংগঠন থাকিবে।

৪৬। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা_প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসম্মত ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করিবে; যথাযথ আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিবে; পর্যাপ্ত, ব্যবহারোপযোগী ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপন করিবে; এবং শারিরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীবান্ধব অবকাঠামো নির্মসন ও সংরক্ষণ করিবে।

৪৭। শিক্ষার্থী কর্তৃক নিগ্রহ (bullying/ragging/cyber bullying)_(১) শিক্ষার্থী কর্তৃক যে-কোনো ধরনের নিগ্রহ প্রতিরোধে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিগ্রহ প্রতিরোধকল্পে সরকার, সময় সময়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণের জন্য নীতিমালা বা নির্দেশিকা জারি করিতে পারিবে।

৪৮। শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র পরিচিতি নম্বর (Unique Indentification Number)_প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি নম্বর (Unique Indentification Number) থাকিবে।

৪৯। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে সীমাবদ্ধতা_(১) কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকার বা সরকার কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উহার মালিকানাধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(২) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত বা বিবেচিত না হইলে, সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে অনুমোদন প্রদান করিবে না।

(৩) সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ হইতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হইলে উহা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫০। শিক্ষায় অর্থায়ন_(১) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি অর্থায়ন ছাড়াও নিজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং বেসরকারি অনুদান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে আইনসম্মত পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সকল আয় এবং অনুদান প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং আইন, বিধি বা সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সময় সময়, পরিদর্শনের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিষয় নিশ্চিত করিবে।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীন নিরীক্ষা অথবা তদন্তে প্রতিষ্ঠানের অর্থ অপচয়, তছরুপ বা আত্মসাৎ প্রমাণিত হইলে উহা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) উপধারা (৪)-এর অধীন ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হইবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রধান কিংবা পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বা সভাপতি কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করিবেন বা করাইবেন।
(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যবহার বিষয়ে সরকার পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫১। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা_(১) বিদ্যমান সরকারি আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা পরিচালিত হইবে এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।
(২) উপধারা (১)-এর বিধানের অতিরিক্ত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সময় সময়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ নিরীক্ষা করিবে।
(৩) সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্ব-স্ব আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা করাইবে।

৫২। সমন্বিত শিক্ষাতথ্য, পরিসংখ্যান ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা_বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো (ব্যানবেইস) শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বিত আধুনিক শিক্ষাতথ্য, পরিসংখ্যান ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং শিক্ষা তথ্যভান্ডার পরিচালনা করিবে।

৫৩। তদন্ত, বিচার, ইত্যাদি_(১) এই আইনের অধীন ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিল ফৌজদারি কার্যবিধি আইনে (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নং আইন) বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে।
(২) এই আইনের অধীন কৃত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট অবৈধ সকল পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৫৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা_(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) উপধারা (১)-এর অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে আবশ্যক হইলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত নির্বাহী আদেশ বা পরিপত্র দ্বারা সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ_(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।
(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।